Episode – 35

(The Politics of climate)

নাটক

বাস্তব

দেবব্রত নাথ (S.C.F. কলকাতার পক্ষে)

চরিত্র :	অবনি পাল (৫৭)	—	চাকুরীজীবি
	সঞ্জীব (৩৭)	—	সহকর্মী
	মনোময় (৫৩)	—	সহকর্মী
	সুনীল (৫৬)	—	সহকর্মী
	অনুরাধা (৪০)	—	সহকর্মী
	অলকা (৫২)	—	অবনী পালের স্ত্রী (গৃহবধূ)
	নীলাঞ্জন (২৭)	—	অবনী পালের পুত্র (চাকুরীজীবি)
	মধুশ্রী (২৪)	—	অবনী পালের কন্যা (ছাত্রী)

দৃশ্য — ১

অফিস ক্যান্টিন, চারপাশে হইচই। টিফিনের ব্যস্ত সময়। একই টেবিলে বসে থাকতে দেখা যায় সঞ্জীব, মনোময়, সুনীল ও অনুরাধাকে।

মনোময় ঃ (চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে) আহ... তারকের চায়ের তুলনা নেই। ব্যাটার হাতে জাদু আছে।

সুনীল ঃ মন্দ বলোনি ... এত জায়গায় তো চা খেলাম ... তারকের চায়ের ব্যাপারটাই আলাদা।

অনুরাধা ঃ সে আর বলতে। আচ্ছা অবনিদাকে দেখছি না তো ...

সঞ্জীব ঃ ওই তো বাইরে দাঁড়িয়ে ... ফোনে কথা বলছে ...

মনোময় ঃ কি ব্যাপার বলো তো ... সেই সকাল থেকেই অবনিদাকে দেখছি অন্যমনস্ক, আর মাঝেমাঝেই ফোনে কথা বলছে ... কোনো সমস্যা হলো নাকি?

সুনীল ঃ কী জানি? আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না কি হল। এত হাসিখুশি মানুষটা ... কদিন ধরেই দেখছি একটু চুপচাপ। কি হল কে জানে?

অনুরাধা ঃ এই তো অবনিদা এদিকেই আসছে।

মনোময় ঃ কি ব্যাপার গো অবনি ... এত দেরি? বসো, বসো।

অবনি ঃ আর বলো না ... ঝামেলার আর শেষ আছে নাকি?

অনুরাধা ঃ এই তারক ... অবনীদার চাটা দাও ...

সুনীল ঃ কি জামেলা হল আবার? গুরুতর কিছু নাকি?

অবনি ঃ 'গুরুতর' হ্যাঁ তা খানিকটা গুরুতরই বটে।

সঞ্জীব ঃ ব্যাপারটা কি বলা যাবে অবনীদা?

অবনি ঃ (চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে) : নিশ্চয়ই বলা যাবে। তোমরা তো জানো আমার মেয়ে গত মাস ছয়েক হল চেন্নাইতে আছে ...

অনুরাধা ঃ হ্যাঁ, আপনার কাছেই তো শুনেছি ... মধুশ্রী তো ওখানে অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করছে।

সঞ্জীব ঃ Chennai School of Economics -এ তাই না।

অবনি ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছো ...

মনোময় ঃ তা সমস্যাটা কী নিয়ে?

অবনি ঃ তোমরা নিশ্চয় খবর শুনেছো চেন্নাইতে জল নিয়ে হাহাকার চলছে ...

সুনীল ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ খবরটা পড়েছি, ওখানে তো সাংঘাতিক জলসংকট দেখা দিয়েছে।

অনুরাধা ঃ সাংঘাতিক মানে। আমার মনে পড়ছে .. জুন মাসের ১৮ তারিখকে তো চেন্নাইয়ে 'Day Zero' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল? আমার এক মাসতুতো ভাইও ওখানে আছে। ওর কাছেই শুনেছিলাম।

মনোময় ঃ মানে?

অনুরাধা ঃ মানে চেন্নাইয়ের পৌর প্রশাসনের ঘোষণা অনুযায়ী ওইদিন শহরের প্রধান চারটে জলাশয় জলশূন্য হয়ে গিয়েছিল ...

অবনি ঃ তার আগের দু বছরে, মানে ২০১৭ ও ১৮ সালে, বর্ষার বৃষ্টির প্রবল ঘাটতির কারণেই এই অবস্থা। চেন্নাই শহটা মূলত চারটে জলাধারের সঞ্চিত বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। নদীগুলো তো সব নিদারুণ দূষণে শেষ হয়ে গেছে।

অনুরাধা ঃ চেন্নাইয়ের নাগরিকজীবন তো এই মারাত্মক জলসংকটে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

অবনি ঃ স্তব্ধ মানে ... পানীয় জলটুকু জোটানোই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

সুনীল ঃ কয়েক গুণ বেশি দাম দিয়ে তো লোকে পানীয় জল কিনছে।

অবনি ঃ বেশি মানে, এক্কেবারে গলাকাটা দামে। তবে সমস্যাটাতো শুধু পানীয় জল নিয়েই নয়। ঘর-গেরস্থালীর জন্যও কিছুটা জল দরকার।

মনোময় ঃ সে তো বটেই, জল ছাড়া কি চলে?

অনুরাধা ঃ মধুশ্রী কি হোস্টেলে আছে?

অবনি ঃ না, না, ওরা দুই বন্ধু মিলে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। এমনিতেই চেন্নাইতে এখন প্রবল গরম তারপর জলের এই অবস্থা ... মেয়েটা একেবারে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে।

মনোময় ঃ সে তো একশোবার। জল বলে কথা।

সুনীল ঃ তোমার দুশ্চিন্তা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক অবনী।

অবনি ঃ দুশ্চিন্তা তো আছেই ... তার সঙ্গে যোগ হয়েছে গিন্নির জেদ ...

সুনীল ঃ জেদ?

অবনি ঃ হ্যাঁ, তিনি চাইছেন মেয়ে এক্ষুনি সব ছেড়েছুড়ে কলকাতায় ফিরে আসুক।

অনুরাধা ঃ সেটা কি ঠিক হবে? এত ভালো একটা Institute-এ চান্স পেয়েছে, এই সুযোগ ছাড়া কি ঠিক হবে?

অবনি ঃ এই কথাটাই তো আমি অলকাকে বোঝাতে পারছি না।

সঞ্জীব ঃ বউদি কি চাইছেন?

অবনি ঃ কি আবার? তিনি চাইছেন মেয়ে এক্ষুনি তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফিরে আসুক।

সুনীল ঃ আমার মনে হয় না সেটা ঠিক হবে।

সঞ্জীব ঃ আচ্ছা মধুশ্রী তো আপাতত কিছুদিনের জন্য কলকাতায় ফিরে আসতে পারে। তারপর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে না হয় আবার চেন্নাইতে ফিরে যাবে।

অনুরাধা ঃ হ্যাঁ, আমিও ঠিক এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম।

সুনীল ঃ আমারও তাই মনে হয়, এই মুহূর্তে এটাই একমাত্র রাস্তা।

অবনি ঃ আমরাও এই কথাটা ভাবিনি তা নয়। তবে সমস্যা হল ওদের Institute-এ এমন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সেমিনার চলছে ওর গবেষণার ব্যাপারে সেটা খুব প্রয়োজনীয়। সেই কারণে এই মুহুর্তে ও কলকাতায় ফিরতে চাইছে না।

মনোময় ঃ তুমি তো তাহলে বেশ উভয় সংকটেই আছো অবনি।

অবনি ঃ উভয় সংকট বলে উভয় সংকট। একদিকে মেয়েকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। অন্যদিকে তার মায়ের বকবকানি ... কি যে করি ... ওরে তারক আর এক কাপ চা দে তো বাবা।

সঞ্জীব ঃ তবে আমার মনে হয এই সমস্যাটা বেশিদিন থাকবে না।

অনুরাধা ঃ হ্যাঁ খবরে তো পড়লাম। তামিলনাড়ু সরকার অন্য রাজ্য থেকে রেলপথে জল আনানোর ব্যবস্থা করছে।

সঞ্জীব ঃ তাছাড়া এবারের বর্ষা যদি ঠিকঠাক হয়, তবে সমস্যাটা অনেকাংশে মিটে যাবে।

সুনীল ঃ সেটা হয়তো ঠিক। সমস্যাটা হয়তো আপাতত মিটবে, কিন্তু ...

সঞ্জীব ঃ কিন্তু কি?

সুনীল ঃ আমার যেটা মনে হয়, চেন্নাইয়ের এই সাম্প্রতিক ঘটনা কিন্তু এক বৃহত্তর বিপয৩য়ের ইঙ্গিত।

মনোময় ঃ বৃহত্তর বিপর্যয়!

অনুরাধা ঃ এই ধরনের জলসংকট কিন্তু দেশের অন্যান্য অনেক জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে ...

সঞ্জীব ঃ জলের সংকট তো আমাদের দেশের অনেক জায়গাতেই, বহুদিন ধরে একটা স্থায়ী সমস্যা।

সুনীল ঃ সেটা ঠিক। আমাদের দেশের অনেক জায়গাতেই জলসংকট একটা বহু পুরনো সমস্যা। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মোট ১৮ শতাংশ ভারতে বসবাস করে। অথচ এই ১৮ শতাংশ মানুষের ব্যবহারযোগ্য জলের মাত্র ৪ শতাংশের মতো ব্যবহারের সুযোগ পায়। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিককারমে আমাদের দেশের বেশকিছু রাজ্যেই, যেমন – হরিয়ানা, গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ... ইত্যাদিতে জলের সংকট বহুদিনের সমস্যা। কিন্তু আমি যে বিপর্যয়ের কথা বলতে চাইছি তা এর বাইরে ...

সঞ্জীব ঃ মানে?

সুনীল ঃ মানে ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতে জলের চাহিদা বাড়বে ২৪ শতাংশ আর ২০৫০ নাগাদ সেটা পৌঁছাবে প্রায় ৭৪% শতাংশের কাছাকাছি ...

অনুরাধা ঃ জনসংখ্যা উত্তরোত্তর যেভাবে বেড়ে চলেছে এটাতো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ...

সুনীল ঃ হ্যাঁ সেটাই তো আশঙ্কার অন্যতম কারণ ... জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দূষণ আর উষ্ণায়ন ... আর এই দুইয়ে মিলেমিশে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্লাবন, সামুদ্রিক ঝড় ...

মনোময় ঃ তুমি কি জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বলছো।

সুনীল ঃ একদম ঠিক।

অবনি ঃ মজার কথা কি জানো, মধুশ্রীর গবেষণার বিষয়ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অর্থনীতি। ওরা বলে Climate Economics। সেই কারণে ও এই মুহূর্তে চেন্নাইতেই থাকতে চাইছে। মেয়ের বক্তব্য এটা নাকি আসলে ওর গবেষণার জন্য একটা বিশাল সুযোগ, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোর প্রভাব একেবারে প্রত্যক্ষভাবে চর্চা করার ...

সঞ্জীব ঃ এরকম কোনো subject হয়, এই প্রতম শুনলাম।

অবনি ঃ হয় মানে ... আমিও অবশ্য মেয়ের কাছেই শুনেছি দুনিয়াজুড়ে এ বিষয়ে সাংঘাতিক চর্চা ও গবেষণা চলছে।

মনোময় ঃ মধুশ্রীর কি মত ... চেন্নাইয়ের জলসংকটের সাথে তবে কি জলবায়ু পরিবর্তনের যোগাযোগ আছে।

অবনি ঃ অবশ্যই, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বৃষ্টির হালচাল দেখছো না। বর্ষার স্বাভাবিক ছন্দ কি ভীষণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে ...

অনুরাধা ঃ নষ্ট মানে ... এরকম খটখটে শুকনো আষাঢ় মাস আমি তো বাপু আমার জীবনে এই প্রথম দেখছি।

সুনীল ঃ এটা মন্দ বলোনি। আকাশের মতিগতি আজকাল বোঝে কার সাধ্যি।

মনোময় ঃ আমার গিন্নি তো সেদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো ... সব রসাতলে যাবে ... এত পাপ কি আর ধম্মে সইবে ...

অবনি ঃ পারে বটে বউদি। তবে ধম্ম-অধম্ম জানি না, দূষণের বিষে যে দুনিয়া কাহিল এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মনোময় ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের রেশ তাহলে আমাদের দেশেও এসে গেল কি বলো?

অবনি ঃ এসে গেল মানে, এটা কি কোনো বিদেশি অতিথি যে এসে যাবে। সারা দুনিয়া জুড়েই জলবায়ু পরিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ... আর আমরা তো পৃথিবীর বাইরে নই।

মনোময় ঃ না, আসলে আমি ভাবতাম, উন্নত দুনিয়ায় মানে বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে বা আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া ইত্যাদিতে কলকারখানা বেশি, গাড়িঘোড়া বেশি ... সুতরাং দূষণ বা উষ্ণায়নের সমস্যা তাদেরই বেশি হবে।

অবনি ঃ এটা একটা খুব ভুল ধারণা। ১৮৮০ সাল থেকে শুরু করে ২০১২ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা (Global Average Surface Temperature) প্রায় 0.9°C বা 2.0°F... আবার বর্তমান হারে যদি কার্বন নিঃসরণ চলতে থাকে তাহলে ২১০০ সালের মধ্যে তাপমাত্রার এই বৃদ্ধি 3 থেকে 4°C পর্যন্ত (5.4-7.2°F) হতে পারে।

অনুরাধা ঃ তাপমাত্রার এই বৃদ্ধিতে সব দেশেরই কমবেশি অবদান আছে ...

অবনি ঃ অবশ্য ...

অনুরাধা ঃ হ্যঁ, হ্যাঁ, বলুন ...

অবনি ঃ অবশ্য মনোময়ের এই ভাবনা আরও অনেকের মনেই বদ্ধমূল ...

সঞ্জীব ঃ আবার এর বিরোধীপক্ষও তো আছে ...

অবনি ঃ হ্যাঁ, এটা অত্যন্ত বেদনার ও একই সাথে মজার কথা যে পৃথিবীর আজকের এই পরিস্থিতির জন্য কারা বেশি দায়ী বা দূষণ ও উষ্ণায়ণ বা এক কথায় কার্বন নিঃসরণ কমানোর দায় কার বেশি এই নিয়ে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত বা গরিব দেশগুলোর মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ির শেষ নেই ...

সুনীল ঃ আর মাঝখানে পড়ে পৃথিবী রসাতলে যেতে বসেছে।

অনুরাধা ঃ যা বলেছেন!

সঞ্জীব ঃ আর আমাদের দেশটার অবস্থাও তথৈবচ্ ...

অবনী ঃ হ্যাঁ কি হচ্ছে বা হতে চচ্ছে তা তো আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি।

অনুরাধা ঃ উন্নয়নের মূল্য চোকাচ্ছি আমরা ...

মনোময় ঃ তা আর বলতে, দিনকে দিন গাড়ির সংখ্যা কিভাবে বাড়ছে দেখেছেন ... শ্বাস নেওয়াই দুষ্কর।

সুনীল ঃ গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে ... আর পাল্লা দিয়ে বাড়িঘর, দোকানপাট, মল্, মাল্টিপ্লেক্স নতুন নতুন উপনগরী ... প্রতিদিন যে কত হাজার গাছ উজাড় হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব নেই।

অবনি ঃ এই কিছুদিন আগেই তো দেখলে না খবরে ... মেট্রোরেলের কারশেডের জন্য মুম্বাইয়ের আরে জঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছিল ...

মনোময় ঃ হ্যাঁ, তবে আদালতের নির্দেশে তা মনে হয় আপাতত স্থগিত হয়েছে।

অবনি ঃ হ্যাঁ এটা একটা বড় স্বস্তি ...

অনুরাধা ঃ কিন্তু তার আগেই তো কয়েক হাজার গাছ একরাতেই নিকেশ হয়ে গেল!

সঞ্জীব ঃ দিল্লির অবস্থা দেখেছো তো, বিশেষ করে এই দিওয়ালির পরে। শুধু খবর পড়ে আর ছবি দেখেই হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে।

মনোময় ঃ WHO-এর মতে পৃথিবীর ১৬৫০টি শহরের মধ্যে মুখ্য শহর হিসেবে দিল্লির বাতাস সবথেকে দূষিত। WHO-এর হিসেব অনুযায়ী যেখানে বাতাসে PM 2.5-এর মান থাকা উচিত 10 Mg/m^3 সেখানে দিল্লির বাতাসে PM 2.5-এর মান 154, এমনকি বেজিং-এর থেকেও অনেক বেশি।

সঞ্জীব ঃ দিল্লিকে তো আজকাল গ্যাসচেম্বার বলা হচ্ছে ...

সুনীল ঃ ওই যে অনুরাধা বললো না ... উন্নয়নের মূল্য চোকাচ্ছি আমরা।

অবনি ঃ এক্কেবারে ঠিক কথা। ২০১৮ সালের আর্থিক সমীক্ষা বলছে জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের দেশের শস্য উৎপাদন ও কৃষকের চাষের ক্ষেত্রে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

মনোময় ঃ কৃষকের আত্মহত্যা বেড়েই চলেছে।

অবনি ঃ হ্যাঁ সমীক্ষা বলছে মাত্র এক দশকেই শুধুমাত্র উত্তরাখন্ডের পিথারোগড় লোয় প্রায় তিরিশ রকমের শস্যের চাষ বন্ধ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে।

মনোময় ঃ এটা তো খুব স্বাভাবি, চাষবাস ব্যাপারটা তো পুরোপুরিই জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল।

অনুরাধা ঃ দেশের মোট জনসংখ্যা ষাট (60%) শতাংশের জীবিকা তো কৃষি নির্ভর। উষ্ণতার বৃদ্ধি যদি

2.5°C থেকে 4.9°C পর্যন্ত হয় তাহলে চালের এবং গমের ফলন প্রায় 40%-52% কমে যাবে। আর এরফলে দেশের GDP কমবে প্রায় 1.8% থেকে 3.4% পর্যন্ত।

সুনীল ঃ এ তো সর্বনেশে কথা।

সঞ্জীব ঃ সবার আগে দরকার কার্বন নিঃসরণ কমানো।

মনোময় ঃ এটাই তো সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ ... একদিকে উন্নয়নের দাবি আর অন্যদিকে ক্রবর্ধমান কার্বন নিঃসরণ।

অনুরাধা ঃ ঠিক একটা দুষ্টচক্রের মতো।

অবনি ঃ হ্যাঁ, বেশ বলেছো ... 'দুষ্ট চক্র' একদিকে বাড়তে থাকা জনসংখ্যার চাপ আর অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা চাহিদা ...

অনুরাধা ঃ আর এই দুয়ের চাপে পড়ে পরিবেশের দফারফা।

মনোময় ঃ একের পর এক প্রজাতি বিপন্ন হয়ে পড়ছে, সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে, প্লাস্টিকের পাহাড় জমছে চারপাশে, ভূপ্রকৃতি পাল্টাচ্ছে, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা ... ঋতু পরিবর্তনের ছন্দ নষ্ট হচ্ছে, কোটি কোটি বছরের পুরনো হিমবাহগুলো গলে যাচ্ছে, একের পর এক জঙ্গল দাবানলে ছারখার হচ্ছে ... চেনা পৃথিবীটা, চেনা দেশটা কেমন একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছে।

অনুরাধা ঃ উপকূলবর্তী এলাকাগুলোর জীব-বৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে, ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হচ্ছে, নতুন নতুন জীবাণু সংক্রমণ হচ্ছে, রোগ-ব্যাধির ধরণ পাল্টাচ্ছে ...

সুনীল ঃ এই তো দেখছো না ডেঙ্গি কি মারাত্মক হারে বাড়ছে আর জটিল হচ্ছে। মাঝেমধ্যে তো ডাক্তারাই কূল-কিনারা পাচ্ছে না।

অবনী ঃ শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা, বধিরতা, ফুসফুসের ক্যান্সার ... পতঙ্গবাহিত বা জীবাণুবাহিত রোগ সবই বাড়ছে।

অনুরাধা ঃ ২০১৮-১৯ সালেই শুধু বন্যা বা সামুদ্রিক ঝড়ে আমাদের দেশে প্রায় ২৪০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অজস্র মানুষ গৃহহীন বা বাস্তুচ্যুত হয়েছে, জীবিকা নষ্ট হয়েছে বহু মানুষের।

সঞ্জীব ঃ আর একটা কথা, সামুদ্রিক ঝড় বা বন্যা – এই দুই প্রাকৃতিক বিপর্যয়েরই তীব্রতা ও পৌনঃপুনিকতা (frequeney) দুইই বাড়ছে।

অবনি ঃ আবহাওয়া দপ্তরের (IMD) তথ্য অনুযায়ী ১৯০১-১০ এবং ২০১৮-১৯ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে গড় তাপমাত্রা 0.6°C বেড়েছে।

মনোময় ঃ আপাতদৃষ্টিতে সামান্য মনে হলেও এই বৃদ্ধি কিন্তু পরিবেশের পক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতিকর।

অবনি ঃ সে তো অবশ্যই, বিশ্বব্যাঙ্কের (World Bank) পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যদি বর্তমান হারে উষ্ণায়ন বাড়তে থাকে, এই শতাব্দীর শেষে ভারতের গড় তাপমাত্রা 29.1°C পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এমনকি অবস্থা যদি খুব ভাল্যে থাকে, তবুও তাপমাত্রা 1.5°C পর্যন্ত বেড়ে যাবে।

সুনীল ঃ কি শোনাচ্ছো হে! এ তো ভয়ংকর কথা।

অবনি ঃ ঠিকই শোনাচ্ছি ... বিজ্ঞান বলছে, বৈজ্ঞানিক তথ্য বলছে ... এটাই বাস্তব।

অনুরাধা ঃ International Labour Organisation-এর মতে উষ্ণতা বৃদ্ধি জনিত কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের দেশে কৃষি, শিল্প ও পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে যে পরিমাণ উৎপাদন হ্রাস পাবে তা প্রায় 34 million মানুষের পূর্ণ সময়ের কাজ হারানোর সমান।

অবনি ঃ German Watch-এর মতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবথেকে প্রভাবিত দেশগুলোর মধ্যে ভারত ১৪তম ... যদিও বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভারতের অবদান America (USA) ও China-এর থেকে অনেক কম।

সুনীল ঃ এটা কি কোনো সান্ত্বনা।

অবনি ঃ না আমি ঠিক সেটা বলছি না ...

সঞ্জীব ঃ অন্যের লোভের মূল্যও আমরা দিচ্ছি।

অবনি ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই আর কি।

মনোময় ঃ তাহলে দেখা যাচ্ছে জীবন, জীবিকা, স্বাস্থ, আমাদের জীবনের সবকটা দিক আগে জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কায় অস্থির।

অবনি ঃ এ তো সবে শুরু!

অনুরাধা ঃ এই এই উঠুন সবাই। সময় শেষ।

সুনীল ঃ এই দ্যাখো, কথায় কথায় কেমন সময়টা কেটে গেল ... ওঠো ওঠো সবাই। কাজে বসতে হবে

সঞ্জীব ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন অবনিদা কাল আসছেন তো।

অবনি ঃ হ্যাঁ ইচ্ছা তো আছে।

সঞ্জীব ঃ বেশ ভালো লাগছিল আলোচনাটা ... কাল আবার হবে।

অনুরাধা ঃ হ্যাঁ অবশ্যই। চলো, চলো।

(দৃশ্য শেষের সংগীত)

দৃশ্য-২

সময় ঃ সন্ধ্যা (একই দিন) অবনিবাবুর বাড়ির ..... অলকা ও নীলাঞ্জনকে চেয়ারে কথা বলতে দেখা যায়। অবনিবাবুর প্রবেশ।

নীলাঞ্জন ঃ এসো বাবা বসো।

অবনি ঃ (চেয়ারে বসতে বসতে) কি রে বাবু বোনের সাথে কথা হলো।

নীলাঞ্জন ঃ হ্যাঁ, এই তো একটু আগেই কথা বললাম। মাও কথা বলেছে অনেকক্ষণ।

অবনি ঃ আজকের পরিস্থিতি কেমন, কি বললো মধু?

নীলাঞ্জন ঃ বললো তো আজ পরিস্থিতি একটু ভালো ...

অলকা ঃ আর ভালো ... ওই তো বললো ... ওই খাওয়ার জলটুকু জুটেছে কোনোক্রমে এই যা।

নীলাঞ্জন ঃ সেটা ঠিক। তবে আশার কথা হল, পরিস্থিতি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে। অন্য রাজ্য থেকে রেলপথে জল আসছে ..৬ আর বর্ষা এসে গেলে সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে।

অবনি ঃ যাক দুশ্চিন্তা একটু কমলো।

অলকা ঃ আমার তো বাপু ব্যাপারটা এতটা সোজা বলে মনে হচ্ছে না। এবারের মতো না হয় কোনোমতে ফাঁড়া কাটবে। কিন্তু পরের বছর গরমেও তো একই অবস্থা হবে ... মধু তো বললো আরো অন্তত বছর চারেক ওখানে থাকতে হবে ওকে ... দেশে আর জায়গা পেলো না পড়ার!

নীলাঞ্জন ঃ এই ভয়টা যে আমিও পাচ্ছি না তা কিন্তু নয়। আমার মনে হয় মধু বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টা করতে পারতো।

অলকা ঃ চিনিস না নিজের বোনকে। এখানে চান্স পেয়েই তো হাত-পা গুটিয়ে বসে পড়লো। বিদেশে না হয় দেশের অন্য কোথাও তো যেতে পারতো।

অবনি ঃ কোথায় আর যাবে ... যেখানে বাঘের ভয় ...

নীলাঞ্জন ঃ মানে?

অলকা ঃ কি বলতে চাইছো বলতো, হেঁয়ালি করো না।

অবনি ঃ চেন্নাইয়ের এই সমস্যাটা তো শুধু চেন্নাইয়ের নয় ... আস্তে আস্তে দেশজুনে এই সমস্যা বাড়বে।

নীলাঞ্জনা ঃ হ্যাঁ, জলসংকট আমাদের দেশে ভয়ংকর রূপ নিতে চলেছে। এই কদিন আগেই কাগজে দেখলাম।

অবনি ঃ শুধু জলসংকট? আজকেই তো অফিসে কথা হচ্ছিল। পৃথিবীর অবস্থা খুবই করুণ।

অলকা ঃ কেন কি আবার হল পৃথিবীর?

নীলাঞ্জন ঃ তুমি কি দূষণের কথা বলছো?

অবনি ঃ শুধু দূষণ? পৃথিবী এখন জলবায়ু পরিবর্তনের বিভীষিকার মুখোমুখি।

নীলাঞ্জন ঃ হ্যাঁ আমি এটাও পড়েছি। ভারতবর্ষও তো এই বিপদের বাইরে নেই।

অবনি ঃ একদম ঠিক বলেছো।

অলকা ঃ মধু তো এইসব নিয়েই কাজ করছে ... ফোন করলেই এইসব নিয়েই বকবক করে ... আমার তো বাপু তো কিছু আবার মতায় ঢোকে না ... বড্ড জটিল সব কথা বলে মেয়েটা ...

নীলাঞ্জন ঃ এটা কিন্তু মা একদম ঠিক বলেছো, ওর পড়াশুনা, বা কাজের কথা জিজ্ঞেস করলেই মধু এতসব জটিল জটিল প্রসঙ্গ এনে এফলে না। আমার মাথা ঝিমঝিম করে ... অর্থনীতির লোকেদের নিয়ে এই এক সমস্যা ... সারাক্ষণ কেবল রাশি রাশি পরিসংখ্যান, তথ্য আর তত্ত্ব আওড়াচ্ছে ... ওদের Simple Model গুলো দেখেই আমার ভিরমি লাগে ... জানি না complex model গুলোয় কি আছে।

অবনি ঃ হা, হা, হা ... মন্দ বলিসনি নীলু ... তবে মধুর আর কি দোষ বল ... বিষয়টাই তো এরকম – তথ্য আর পরিসংখ্যানভিত্তিক ...

নীলাঞ্জন ঃ সেটা ঠিক ... তবে শ্রোতার কথাও তো মাথায় রাখতে হবে ...

অবনি ঃ কি আর করা যাবে ... কিছু বিষয় তো আছেই যা সহজ করে বলা যায় না।

অলকা ঃ হ্যাঁ ... সহজ কথা যায় না বলা সহজে।

অবনি ঃ যা বলেছো আর কি ... মোক্ষম কথা ...

নীলাঞ্জন ঃ হ্যাঁ এই যেমন দুনিয়ায় এখনও বহু লোক আছে ... তাদের মধ্যে আবার অনেকেই রাষ্ট্রনেতা, রাজনীতিবিদ ... অনেকেই যথেষ্ট শিক্ষিত ... তারা বিশ্বাস করে না যে জলবায়ু পরিবর্তন একটা বাস্তব ঘটনা।

অলকা ঃ হ্যাঁ, বলছি বটে যে মধুর কথা। বেশিরভাগই জটিল, কিন্তু তার সারসত্য কিন্তু আমারও বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

অবনি ঃ ঠিক কিনা বলো?

অলকা ঃ একদম ঠিক, আমরা নিজেরাই তো বুঝতে পারছি ... চারপাশের চেনা পরিবেশ, প্রকৃতিটা কতটা পাল্টে যাচ্ছে ...

অবনি ঃ হ্যাঁ ... বিপদ্‌জনক ভাবে।

নীলাঞ্জন ঃ পাল্টে যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি, আর দেখবি সে পরিবর্তন কি সাংঘাতিক সব প্রভাব পেচে আমাদের ওপর ...

অলকা ঃ অথচ আমরা সতর্ক হচ্ছি না, সচেতন হচ্ছি না। এই সর্বনাশ রোখার কোনো চেষ্টা করছি না।

অবনি ঃ একদম যে চেষ্টা হচ্ছে না তা নয়। কিছু কিছু মানুষের মধ্যে সামান্য হলেও সচেতনতা এসেছে, সরকারি বা বিশেষ করে বহু অ-সরকারি (NGO) সংস্থা এই সর্বনাশ রোখার বা কুপ্রভাব কমানোর লক্ষে অনেক কাজ করছে।

নীলাঞ্জনা ঃ কিন্তু যে দ্রুততা বা অগ্রাধিকারের সাথে সেটা করা উচিত তা কি হচ্ছে।

অলকা ঃ আমার তো মনে হয় কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, শুধু মিটিং, মিছিল, আলোচনা, আর সেমিনার – ঢাকের দায়ে মনসা না বিদেয় হয়।

অবনি ঃ প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিও কিন্তু দূষণ ও উষ্ণায়ণ রোখার জন্য জরুরি।

নীলাঞ্জন ঃ আমার মনে হয় সমস্যাটা অন্য জায়গায় –

অলকা ঃ কী?

নীলাঞ্জন ঃ উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে বাঁচার জন্য এক্ষুনি মানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া প্রয়োজন তার বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই উন্নত প্রযুক্তি, তথ্য-পরিসংখ্যান ভিত্তিক পরিকল্পনা, পরিকাঠামো নির্মাণ ও বিশাল আর্থিক বিনিয়োগের দরকার ... আর এগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের মানে সাধারণ মানুষের বিশেষ কিছু করার নেই।

অবনি ঃ মানে বলটা তুমি সরকারের কোর্টেই ঠেলে দিতে চাইছো?

অলকা ঃ আমারও তো মনে হয় নীলু খুব একটা ভুল কিছু বলোনি। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমায় বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা করা। অরণ্য ধ্বংস রোধ করা, বিপুলভাবে বনসৃজন করা, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার বা ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করা, বিকল্প কৃ, পদ্ধতি প্রণয়ন করা, বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা, জনস্বাস্থ্যের পরিকাঠামো তৈরি করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা এগুলো তো সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়।

অবনি ঃ মানছি তোমাদের কথায় সারবত্তা আছে, কিন্তু আমাদের মানে সাধারণ মানুষেরও যে একেবারে কিছুই করণীয় নেই তা নয়।

নীলাঞ্জন ঃ সে তো নিশ্চয়ই, এই যেমন জল সংরক্ষণের ব্যাপারে প্লাস্টিক দূষণ রোধ করার ক্ষেত্রে, বৃক্ষরোপণের উদ্যোগে আমরা আমাদের সদর্থকভূমিকা পালন করতেই পারি।

অবনি ঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়, তবে কি জানো সরকারের ক্ষেত্রে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ যেমন উন্নয়নের ধারা বজায় রেখে উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণ করা বা কমানো আমাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা হলো আমাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধরণ পাল্টানো।

অলকা ঃ এটা তুমি দারুণ বলেছো .. আমরা তো আজকাল ... ছাড়া চলতেই পারি না, আর কথায় কথায় গাড়ি হাঁকিয়ে হাঁটার অভ্যাসটাই তো চলে যেতে বসেছে।

অবনি ঃ আমরা যেমন এই জিনিসগুলো ছাড়া বাঁচতে ভুলে যাচ্ছি, সরকারের কাছেও সমস্যাটা একইরকম – উন্নয়ন না নিয়ন্ত্রণ ...

নীলাঞ্জন ঃ সেটাই তো আমি বলছিলাম, উন্নয়ন বজায় রেখে উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থাগুলো আছে। যেমন – বৈদ্যুতিক গাড়ি, সৌরশক্তি বা বায়ো-ডিজেলের ব্যবহার এসবগুলোই বেশ ব্যয়বহুল ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর ...

অবনি ঃ তবে আশার কথা এরকম বেশকিছু পদক্ষেপ সরকার ইতিমধ্যে নিয়েছে। কলকাতাতেই তো দেখছি -- অনেক Electric Bus চলছে।

অলকা ঃ হ্যাঁ, সেটা আমিও দেখেছি ... কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা আর কতটুকু?

নীলাঞ্জন ঃ সমস্যা। অনেক জায়গাতেই আছে। এই যেমন ধর কিছুদিন ধরেই আমি তো ভাবছিলাম Petrol গাড়িটা পাল্টে একটা Electric গাড়ি নেব। কিন্তু নেব কোত্থেকে খোনে তো এখন্য চার-চাকার electric গাড়ি চালুই হয়নি সেভাবে।

অবনি ঃ হ্যাঁ, সমস্যা আছে ঠিকই। কিন্তু তাই বলে এই সুন্দর পৃথিবীটাকে তো আমরা ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে পারি না ...

অলকা ঃ না, কিছুতেই নয় ...

নীলাঞ্জন ঃ তবে আমি আশাবাদী ... মানুষ সচেতন হচ্ছে, সরকার আরও বেশি করে অগ্রাধিকার দিচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষমকে ... পৃথিবী আবার সবুজ হবেই।

অবনি ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই যেন হয়।

অলকা ঃ চলো, চলো এবার ওঠো সবাই। অনেক রাত হল, কাল আবার অফিস-কাছারি আছে সবার।

অবনি ও নীলাঞ্জন ঃ (সমস্বরে) : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওঠা যাক।

(দৃশ্য শেষের সংগীত)